যুগান্তর

তারিখ ... 04 APR 2008 ...
পৃষ্ঠা 2 কলাম ... ৪ ...

দ্বিতীয় শিফট চালু করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে চবি ক্যাম্পাস উত্তপ্ত

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি

দ্বিতীয় শিফট চালু করার সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সবক'টি ছাত্র সংগঠনসহ সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা প্রশাসনের এ উদ্যোগকে যে কোন মূল্যে প্রতিহত করার ঘোষণা দিয়েছে। এ লক্ষ্যে বৃহস্পতিবার উপাচার্য ড. এম বদিউল আলমের সভাপতিত্বে সিন্ডিকেট সভা চলাকালীন প্রগতিশীল ছাত্রজোট ও সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা পৃথক ৩টি স্মারকলিপি পেশ করেছে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের দাবির প্রতি ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির সমর্থন জানিয়েছে। শিক্ষা বাণিজ্য প্রতিরোধ কমিটি নামে ছাত্রছাত্রীদের আরেকটি সংগঠন এ লক্ষ্যে সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেছে। অবিলম্বে এ প্রক্রিয়া বন্ধের দাবিতে বাণিজ্যিকীকরণ বিরোধী ছাত্রসমাজ আগামীকাল কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচি পালন করার ঘোষণা দিয়েছে।

সিন্ডিকেট সূত্র জানায়, ডাবল শিফট চালুর বিষয়টি বৃহস্পতিবার টেবিল এজেন্ডা হিসেবে সিন্ডিকেটে আলোচনা হওয়ার কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়নি। এ লক্ষ্যে গঠিত কমিটি প্রতিবেদন জমা না দেয়ায় আলোচনা হয়নি বলে জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্র জানায়, উচ্চশিক্ষার সম্প্রসারণ, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার ও অভ্যন্তরীণ আয় বৃদ্ধির নামে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দেশে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দ্বিতীয় শিফট চালু করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ১৬ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত ৪৪৯তম সিন্ডিকেট সভায় অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আনিসুল ইসলামকে প্রধান করে ৭ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। এ কমিটির বৃহস্পতিবার সিন্ডিকেট সভায় এ সংক্রান্ত একটি খসড়া উপস্থাপনা করার কথা ছিল।

জানা গেছে, সিন্ডিকেটে খসড়াটি পাস হলে তা একাডেমিক কাউন্সিলে উপস্থাপন করা হবে। এরপর আবার সিন্ডিকেট থেকে তা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছে যাবে। এরপরই ছাত্র ভর্তির বিজ্ঞপ্তি দেয়া হবে এবং চলতি বছরের জুন-জুলাই নাগাদ ভর্তি কার্যক্রম শুরু করতে পারবেন বলে আশা করছেন কমিটির সদস্যরা।

এদিকে প্রশাসনের এ ধরনের উদ্যোগের প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক সিনিয়র শিক্ষক। তারা আশংকা করছেন, এভাবে সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করলে বিশ্ববিদ্যালয় তার মূল উদ্দেশ্য থেকে সরে যাবে। এ ব্যাপারে সাবেক সিন্ডিকেট সদস্য হোসাইন কবির বলেন, যে উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় শিফট চালু করার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা নীতিগতভাবে কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে সরকার যদি মনে করে, শিক্ষার্থীদের কথা চিন্তা করে একই অবকাঠামোতে আলাদা শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে ডবল শিফট চালু করে তাহলে তা মেনে নেয়া যায়।

যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ সহিদ উল্লাহ বলেন, প্রশাসন ডাবল শিফট চালু করুক সমস্যা নেই। কিন্তু তা অর্থবহ অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে কিনা সে প্রশ্নটি থেকেই যাচ্ছে।